# আরিফাবাদ আবাসিক মালিক কল্যাণ সমিতি

রেজি: নং: ঢ-০৮৮২৮, ফোন: ৮০০১২২২
ঠিকানা: আই/৩/৪, আরিফাবাদ হাউজিং সোসাইটি, রূপনগর। ঢাকা - ১২১৬।

## কার্যনির্বাহী পরিষদের ৭৭তম সভার কার্যবিবরণী

১৮ এপ্রিল ২০২৬ ইং, শনিবার বাদ মাগরিব 'আরিফাবাদ আবাসিক মালিক কল্যাণ সমিতি'র কার্যনির্বাহী পরিষদের ৭৭তম সভা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৭ (সতের) জন সম্মানিত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সমিতির সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব কমান্ডার মোঃ নিজাম উদ্দিন এবং প্রকৌশলী জনাব খন্দকার ইমদাদুল হক উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জনাব এম. এ. খালেক এবং সভা পরিচালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির।

সভার শুরুতে সভাপতি সাহেবের অনুরোধক্রমে, সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির ৭৬তম কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন, যা সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। অতঃপর সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১) সম্প্রতি এভিনিউ-১ সড়কটি পুনর্নির্মাণের পর এই পথে ব্যাটারি চালিত রিকশাসহ অন্যান্য যানবাহনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যেকোনো সময় এলাকাবাসী ও মসজিদে যাতায়াতকারী মুসল্লিগণ দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত সড়কে দুটি স্পিড ব্রেকার নির্মাণের সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়। সমিতির সম্মানিত উপদেষ্টা প্রকৌশলী এমদাদুল হকের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

| | |
|---|---|
| আহ্বায়ক | প্রকৌশলী জনাব খন্দকার এমদাদুল হক |
| সদস্য | জনাব এম. এ. খালেক |
| সদস্য | প্রকৌশলী জনাব মো: হুমায়ুন কবির |
| সদস্য | জনাব আব্দুর রশিদ |
| সদস্য | জনাব এ. এস. এম. আক্তার হোসেন |

উক্ত কমিটিকে প্রকল্পটি অতিসত্বর বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়। পাশাপাশি, আবাসিক এলাকার অন্যান্য সড়কে স্পিড ব্রেকার নির্মাণের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করা হয়।

২) সভাপতি এম. এ. খালেক তাঁর বক্তব্যে সমিতির সকল সদস্যকে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও পারস্পরিক যোগাযোগে সংগঠনের মূল্যবোধ, বিশ্বস্ততা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সমিতির অভ্যন্তরে বহিরাগতদের অযাচিত হস্তক্ষেপ কঠোরভাবে প্রতিহত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে তিনি সমিতির সকল সদস্যকে সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য অনুরোধ জানান।

৩) সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব আব্দুর রশিদ সমিতির আর্থিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করেন, যেমন—

ক) সমিতির কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতি মাসে সভা আয়োজনের প্রস্তাব দেন।

খ) প্রতি মাসে একটি আর্থিক প্রতিবেদন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করার জন্য অর্থ সম্পাদককে অনুরোধ জানান।

গ) সমিতির নিরাপত্তা রক্ষী ও কমান্ডার নিয়োগের ক্ষেত্রে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতি সাপেক্ষে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উপকমিটির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

৪) সমিতির উপদেষ্টা জনাব কমান্ডার মোঃ নিজাম উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব আব্দুর রশিদ-এর প্রস্তাবসমূহ পুনর্ব্যক্ত করেন এবং উক্ত প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। পরবর্তীতে প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে কারও কোনো অভিযোগ থাকলে তা উপদেষ্টা মণ্ডলীকে অবহিত করলে উপদেষ্টাগণ তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এর ফলে সমিতির কার্যক্রম আরও সুশৃঙ্খল ও মসৃণভাবে পরিচালিত হবে।

৫) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ইসমাইল বাবলু সভায় অবহিত করেন যে, সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। তিনি জানান, আগামী পহেলা জুন থেকে সফটওয়্যারটির যাত্রা শুরু হবে। এই সফটওয়্যারটি চালু হলে প্রতি মাসের প্রথম দিনে পূর্ববর্তী মাসের আর্থিক প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হবে এবং তা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর ইমেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। এছাড়া, প্রত্যেক সদস্য তার চাঁদা প্রদানের হালনাগাদ তথ্য মাসের শুরুতেই মুঠোফোনে এসএমএস বা ইমেইলের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। এমনকি কোনো সদস্য চলতি মাসের চাঁদা পরিশোধ করার ১ কার্যদিবসের মধ্যে তার মুঠোফোন ও ইমেইলে পরিশোধিত এবং বকেয়া (যদি থাকে) টাকার পরিমাণসহ নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। বছর শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত হবে, যা বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল বাবলু এই কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল সদস্যকে তাদের মোবাইল নম্বর ও ইমেইল আইডি সমিতির কেয়ারটেকারের কাছে প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকল সদস্য সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানান এবং সভাপতি জনাব এম. এ. খালেক এ কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন।

৬) বর্তমান কেয়ারটেকার ওমর ফারুক একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ায় তিনি সমিতির কেয়ারটেকার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সুতরাং অতি শীঘ্রই একজন যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারও জানা মতে উক্ত পদের জন্য যোগ্য কোনো আগ্রহী প্রার্থী থাকলে, তাকে সমিতির সভাপতি বরাবর আবেদন করার জন্য সভায় অনুরোধ করা হয়।

৭) সাধারণ সম্পাদক জনাব হুমায়ুন কবীর সমিতির কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে কয়েকজন সহযোগী সদস্য নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এই সহযোগী সদস্যরা বিনা বেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং সমিতির কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। তারা শুধুমাত্র সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সর্বসম্মতিতে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

৮) সদস্য জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন সভায় জানান যে, সমিতির নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীরা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। তাদেরকে প্রায়ই আবাসিক এলাকার নির্ধারিত স্থানে পাওয়া যায় না এবং কেউ কেউ বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে বিশ্রাম নেন। তিনি দায়িত্বে অবহেলাকারী এ ধরনের নিরাপত্তা কর্মীদের জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য প্রথমে মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং প্রয়োজনে আর্থিক শাস্তির বিধান চালু করার প্রস্তাব করেন।

এ বিষয়ে মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পপি আক্তার শাস্তি প্রদানের পূর্বে তাদের কাউন্সেলিং করার প্রস্তাব দেন। সভাপতি এম. এ. খালেক, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উপকমিটিকে অনুরোধ করেন।

৯) সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক জনাব জানে আলম চাঁদা-সংক্রান্ত উপ-কমিটির নিকট জানতে চান যে, সমিতির সকল সদস্যের চাঁদার হার সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী হালনাগাদ করা হয়েছে কিনা। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী কার্যনির্বাহী সভার পূর্বে একটি হালনাগাদ চাঁদার হারের তালিকা প্রস্তুত করে তা সবার কাছে উপস্থাপন করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অতিসত্বর বকেয়া পরিশোধের জন্য চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হবে।

১০) সভাপতি জনাব এম. এ. খালেক, আগামী ঈদুল আযহার পর সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করার প্রস্তাব করেন এবং তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। আগামী সভায় এর তারিখ নির্ধারণ করে সকল সদস্যকে আমন্ত্রণপত্র বিলি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১) আবাসিক এলাকার চার নম্বর গেটের ঢালে বেশ কিছু ভ্যান বসে থাকায় এলাকাবাসীর চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তাই উক্ত স্থান থেকে সেগুলো সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া এক নম্বর ও দুই নম্বর গেটের মাঝামাঝি প্রধান সড়কের ফুটপাত দখল করে রাখা দোকানের মালামাল সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১২) সবশেষে, সমিতির কর্মকাণ্ডে সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কয়েকজন কার্যনির্বাহী সদস্যের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি জনাব এম. এ. খালেক কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্রীড়া সম্পাদক জনাব মোঃ শফিউল্লাহকে তার বর্তমান পদ থেকে পুনর্বিন্যাস করে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একইসঙ্গে, তার স্থলে সদস্য জনাব আবু বকর সিদ্দিক দুলালকে ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব প্রদান করেন। উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

আজকের সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায়, সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং নিজ খরচে আপ্যায়নের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধন্যবাদান্তে

| | |
|---|---|
| এম. এ. খালেক | প্রকৌশলী মো: হুমায়ুন কবির |
| সভাপতি | সাধারণ সম্পাদক |